# পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

## আধুনিক সভ্যতার সুযোগ্য সন্তান কমপিউটার বিজ্ঞান

আধুনিক সভ্যতার সুযোগ্য সন্তান কমপিউটার বিজ্ঞান। যা কিনা আমাদেরকে দিয়েছে ঘন্টার কাজ মিনিটে করার, মিনিটের কাজ নিমেষে নির্ভুলভাবে করার ঈর্ষনীয় দক্ষতা। তবে এখানেই শেষ নয় যেতে হবে অনেক দূর। প্রতিটি সচেতন মানুষের থাকা চাই কিছু অংগীকার, অংগীকার পৃথিবীকে কিছু দেবার, অংগীকার তার সর্বোৎকৃষ্ট দক্ষতাটুকু নিয়োগ করবার, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে যেন জবাবদিহি করতে না হয়। এক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের জনগন হিসেবে এ দেশের মানুষের জন্য প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো তাদের মৌলিক চাহিদা পুর্ন হওয়া। এরপর তাদের সমসাময়িক আধুনিক সভ্যতার সামিল হবার যোগ্য করে তুলতে চাই এই দক্ষতার কার্যকরী ও বাস্তব প্রয়োগ। এই মিমলে কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যটির বাস্তবায়নের জন্য যে কিছু বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা পন্থা ইত্যাদির থাকা বাঞ্ছনীয় তার মাঝে দেশের সামগ্রিক আধুনিকায়ন তথা উন্নয়নের জন্য কমপিউটারায়ন প্রক্রিয়াকে অন্যতম বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু কমপিউটারের রোলস রয়েস আন্তর্জাতিক বাজারে টয়োটাতে পরিণত হলেও বাংলাদেশের সাধারন জনগণের আওতায় তাকে পৌঁছাবার এতদিনের ব্যর্থতা আমরা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছি। আন্তর্জাতিক বাজারে কমপিউটার মূল্য-হ্রাসের যে আশাব্যঞ্জক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তার ইতিবাচক নির্যাসটা আমরাও আমাদের সম্মানিত সাধারণ ক্রেতাবর্গের সামনে উপস্থাপন করেছি। এব্যাপারে অবশ্য তথাকথিত কিছু কিছু অন্তরায়ের কথা আমরা জানতে পেরেছি এ পত্রিকারই গত সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে। উল্লেখ্য মার্কিন কোম্পানী এএসটির স্থানীয় বিক্রেতা হিসেবে আমরা সেগুলোকে অতিক্রম করতে সক্ষম। কমপিউটারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যহ্রাস পক্রিয়া শুরু হবার সাথে সাথে তার ইতিবাচক দিকটির তাৎক্ষনিক প্রয়োগ বাংলাদেশেও সম্ভব বলেই মনে করি যার সুযোগ্য প্রমান হিসেবে এদেশের সাধারণ ক্রেতাগনকে আন্তরিক সেবাদানের উদ্দেশ্যেই অতি সম্প্রতি আমরা আমাদের আমদানীকৃত কমপিউটারের দাম কমিয়ে দিয়েছি। এই হ্রাসকৃত মূল্যের কথাও আমরা প্রকাশ করেছি এই পত্রিকারই পূর্বতন সংখ্যায় এবং আরও অন্যত্র। এতে করে সাধারণ জনগণ তাদের অতি প্রয়োজনীয় এই কমপিউটার করায়ত্ব করতে পারবেন অতি সহজেই।

এএসটি আরও একটি ক্ষেত্রে এদেশের ক্রেতাগোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা জোরদার করতে চায় আন্তর্জাতিক মূল বিক্রেতারা যে সব সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন সময়ে প্রদান করতে থাকে তার সবই আমরাও সাথে সাথেই দিয়ে থাকি।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আন্তর্জাতিক মূল্যহ্রাসের সাথে সাথে তার সুফল এদেশে প্রদানের ব্যাপারে যে সব তথাকথিত অন্তরায়ের কথা অনেকে বলে থাকেন সেগুলোর অধিকাংশের পেছনেই মূল কারণ হিসেবে কাজ করে বিশেষ কিছু মহলের অতি মুনাফাকাংখা। এঁরা আমদানী করেন ঠিকই হ্রাসকৃত মূল্যে কিন্তু জনগণের কাছে বিক্রির সময় আগের দামই বলবৎ রাখতে চান। এব্যাপারে জনগণের সচেতনতাই একমাত্র কাম্য। এএসটির স্থানীয় বিক্রেতা হিসেবে আমরা সর্বদা জনসাধারনের স্বার্থের কথাই আগে বিবেচনা করে যার জন্যই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে আ-মূল্য হ্রাসের এই ঢেউ এদেশেও এনে পৌঁছে দেয়া।

একটি ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদেরও হাত পা বাঁধা। জনাব মঈন খানের সাথে একমত হয়ে আমাদেরও বলতে হচ্ছে উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় এই কমপিউটারের ওপর ভ্যাট ও শুল্কের মাত্রাতিরিক্ত চাপ আমাদের এই আন্তরিক ইচ্ছাকে প্রতিফলিত হতে বাধা দেয়। শুল্ক বাড়লে কমপিউটারের দাম বাড়ানো ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু তার পরও আমাদের পূর্বের আমদানীকৃত স্টকের কমপিউটারগুলোর দাম কিন্তু সেক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় না। যাহোক মাত্রাতিরিক্ত চাপ ছাড়াও রয়েছে শুল্কের যখন তখন উঠানাম। বিক্রেতা হিসেবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য মুনাফা হলেও তার সাথে সর্বদাই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সাধারন ক্রেতার সেবা এবং দেশের তথা মানবজীবনের আধুনিকায়নের পথে সামান্য হলেও অবদান রাখা। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রচেষ্টাও তাই কমপিউটারের মূল্য হ্রাস-মূল্য বৃদ্ধি নয়। কিন্তু তা বাধাপ্রাপ্ত হয় দেশের অভ্যন্তরে শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা যা সকলের কাছেই অনভিপ্রেত। এ ব্যাপারে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞজনের বার বার এদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন বারবার। তাঁদের সাথে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করছি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক পিসি মূল্য হ্রাসের সুফল বাংলাদেশে তাৎক্ষনিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা অবশ্যই রয়েছে। তবে সত্তার সংগে সেগুলো চিহ্নিতকরনের অবকাশ এখনও বিদ্যমান। এ্যাবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ শুরু থেকে যা চেয়ে এসেছে এখনও তারই প্রতিফলন ঘটাতে চায় তার কাজে। অর্থাৎ এই নির্ভরযোগ্য দক্ষ বিশ্বস্ত ও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রটিকে এদেশের সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে এনে দেবার প্রচেষ্টা।

এস, এম,মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী
পরিচালক, এ্যাবাকাস এণ্ড অটোমেশন লিঃ
ফোন : ৮১৩৪৭৭, ৩২৫৩৫৩, ৩২৬৯৮৭

## নতুন ও সহজ উদ্ভাবন ঘরে ঘরে কমপিউটার বিপ্লব

এ বছরের প্রথম দিকে সুইডেনে স্থানীয় IBM, Televerket (teleauthority) ও Esselte নামে এক কোম্পানী যৌথভাবে এক নয়া কমপিউটার বাজারে ছাড়ে। 'Teleguide' নামে এ কমপিউটারটি প্রধানতঃ ঘরে বসে বিভিন্ন প্রকার কেনাকাটা ও টিকেট বুকিং দেয়ার জন্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। কমপিউটারটি অনেকটা টেলিফোন কেটালগ-এর মতো ব্যবহার করা হয় এবং ঘরে বসে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অর্ডার দেয়া যায়। আপনি হয়তো সিনেমা দেখবেন। গুলিস্থানে লাইন লাগিয়ে টিকিট কেনার চেয়ে ঘরে বসেই আজ সন্ধ্যা ৭টার টিকেট বুক দিয়ে দিলেন। কমপিউটার-এ একটা টেলিফোন আছে। কী বোর্ড থেকে আকাংখিত নম্বার টাইপ করার পর প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী আসে। সাধারণ পিসি-এর সাথে একটা স্মার্ট কার্ড ও কোড সরবরাহ করা হয়। টেলিফোন লাইন অবশ্য আলাদাভাবে নিতে হয়। একটা প্রিন্টার লাগিয়ে ধরেই আপনার ট্রেন-এর টিকেট পেতে পারেন।

আইবিএম-এর মালিকানায় জার্মানের "Lowew" কোম্পানি টেলিগাইড কমপিউটার উদ্ভাবন করেছে যা গবেষণায় মোট খরচ প্রায় ২০,০০০ মিলিয়ন টাকা।

ফ্রান্সে একই মডেলের কমপিউটার রয়েছে। নাম "Minitel"। প্রায় ৫,৫ মিলিয়ন গৃহস্থালীতে মিনিটেল ব্যবহার হয়।

কমপিউটার-এর ব্যবহার বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপে বিপুল। প্রতি অফিসে আদালতে, স্কুল, কলেজে, দোকানপাট, বাস-ট্রেন-ট্রাম স্টেশনে কমপিউটার ব্যবহার হয়। হাসপাতালগুলোতে রুগীদের জার্নাল কমপিউটারে রাখা শুরু হয়েছে। এমন কি আপনার প্রতিদিনের খাবারের মেনু ব্যবসায়ীদের কমপিউটার সেন্ট্রালে আছে। বুক দিন, সময় মতো ঘরের দরজায় মেনু মাফিক কাচামাল হাজির। মাসের শেষে বিল পরিশোধ করা আপনার কাজ। দিনে দিনে সামাজিক ওঠাবসা ও দেখাসাক্ষাৎ কমছে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে। আপনি সময় পাচ্ছেন, অন্য কাজে। পশ্চিম ইউরোপীয় জীবনটকমপিউটারাইজড হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মানুষ এখনও মানুষের অনেক কাছাকাছি যা এখানে বিরল।

জামাল এম, নূরুজ্জামান
সুইডেন

## ঠিকানা লেখার পরিশ্রম কমানো

DBASE-এর প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে সাধারণত প্রচুর সংখ্যক ঠিকানা সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এই ঠিকানা সংরক্ষণের জন্য আপনাকে প্রত্যেক ব্যক্তির নাম, বাড়ীর নম্বর বা গ্রামের নাম, পোষ্ট অফিস, থানা, জেলা, বিভাগ আর পোষ্টকোড টাইপ করতে হয়। কিন্তু আপনি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, একই কাজ আপনি দুইবার করছেন। কারণ কোন এলাকার পোষ্টকোড থেকে সেই এলাকা কোন বিভাগের, কোন্ জেলার, কোন থানার, কোন সাব অফিসের অন্তর্গত তা আমরা জানতে পারি। একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা যদি এই তথ্যগুলো কমপিউটারকে জানানোর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা ঠিকানার জন্য মাত্র চারটা সংখ্যা (অর্থাৎ পোষ্টকোড) সংরক্ষণ করেই ঠিকানার একটা বড় অংশ লিখার দায়িত্ব আমরা কমপিউটারের উপর ছেড়ে দিতে পারি। যেমন ধরুন, GHORASHAL UREA FACTORY, NARSINGDI, DHAKA, এই শব্দগুলো টাইপ করার বদলে আমরা যদি '1611', এই সংখ্যা কয়টা টাইপ করি আর একটা প্রোগ্রামের সাহায্যে ঠিকানাটা কমপিউটারকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারি, তাহলে বিনা পরিশ্রমে, খুবই অল্প সময়ে, কোন ভুল না করেই কাজটা করা সম্ভব। এই প্রোগ্রাম অল্প সংখ্যক ঠিকানার জন্য তেমন কাজের মনে হবে না। কিন্তু ধরুন কোন প্রতিষ্ঠানের ইন্টারভিউ বা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ১০০০ টা ঠিকানা টাইপ করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই প্রোগ্রামটা যথেষ্ট কার্যকর হবে। বিস্তারিত জানতে হলে যে কেউ আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মাহফুজ মুর্শেদ
ই-২/১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

**কমপিউটার জগৎ এলবাম**

কমপিউটার জগৎ এলবাম — এক এখন পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সুদৃশ্য বাঁধাই নতুন কভার ,আর্ট পেপারে চার রং অফসেট ছাপা।

দাম মাত্র দুইশত টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান : ১৪৬/১ আজিমপুর রোড (চায়না বিল্ডিং-এর গলি) ঢাকা-১২০৫। ফোনঃ ৫০ ৬৪ ৮২